

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ

কর্তৃপক্ষের ৮৫তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ।
তারিখ	ঃ	১৯/০৫/২০০৫।
সময়	ঃ	সকাল ১১:৩০ মিনিট।
স্থান	ঃ	সম্মেলন কক্ষ, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ।

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর মাননীয় সভাপতির সদয় সম্মতিক্রমে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক শাহ মোঃ মনসুরুল হক সভার আলোচ্যসূচি মোতাবেক বিভিন্ন বিষয় সভায় উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১ : ৮৪তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

গত ১২.১২.২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ (যবসেক) এর ৮৪তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

অতঃপর সভাপতির নির্দেশে ৮৪তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তবলীর গুরুত্বপূর্ণ ২টি বিষয় যেমন : (ক) সেতুর উভয় পার্শ্বের Approach road maintenance ও Route Patrolling এবং (খ) বর্তমান Toll Collection এবং Surveillance System আধুনিকীকরণ এর অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে নির্বাহী পরিচালক এই মর্মে জানান যে, ৮৪তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যবসেক এর সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ যমুনা সেতু এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদন ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্বাহী পরিচালক বোর্ডকে অবহিত করেন যে, পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত মতে

(১) যবসেক এর সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ সরেজমিনে পরিদর্শন করে Overlay কাজের বর্তমানে প্রয়োজন নেই বলে জানান। এ প্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুসারে এ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য যথাসময়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(২) Approach road maintenance এবং Route Patrolling এর কাজটি শুরু করা সম্ভব হয়নি+ কারণ ৮৩তম বোর্ড সভায় এ কাজটি করার জন্য যবসেক এর সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ কর্তৃক প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩.৫ কোটি টাকা উল্লেখ করলেও পরবর্তীতে একই কাজ করার জন্য তারা প্রথমে ৩,১১,৮৭,১৬১.৭৯ টাকা এবং পরবর্তীতে

২,৮৮,৩০,১৭৬.৭২ টাকার প্রাকলন প্রস্তুত করে বর্তমান O&M Operator, Marga Net One Ltd. (MNOL)-কে এ মূল্যে এ কাজটি করতে রাজী আছে কিনা জানাতে অনুরোধ করা হলে MNOL এ কাজটি ৭,৪২,৫৫,০৫০.০০ টাকায় করতে পারবে বলে জানায়। অতঃপর বিষয়টি সুরাহা করার জন্য MNOL এর সাথে যবসেক এর সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী এবং উর্ধতন কর্মকর্তাদের নিয়ে একাধিক বৈঠকও করা হয়। উক্ত বৈঠকে MNOL এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, ৮৩তম বোর্ড সভায় এ কাজটি করার জন্য ১৩.৫০ কোটি টাকার প্রাকলন পেশ করা হয়। উক্ত সভায় এ কাজটি MNOL-কে দিয়ে করানো যায় কিনা সে ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে, যবসেক এর সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রাকলিত মূল্য উপর্যুক্ত পর্যায়ে কমিয়ে আনেন। এভাবে একই কাজের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের প্রাকলিত মূল্য নির্ধারণ করার ফলে বিভাস্তির সৃষ্টি হয়েছে এবং উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, ৭৫তম বোর্ড সভায় সরকারী অর্থ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে আলোচ্য কাজটি O&M Operator এর পরিবর্তে যবসেক কর্তৃক যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু আলোচ্য কাজটির জন্য ১৩.৫০ (তের কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) কোটি টাকার প্রাকলন প্রস্তুত করায়, সে লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয় না। এ পর্যায়ে সভার সভাপতি মহোদয় এ ধরণের বিভাস্তিমূলক প্রাকলন প্রস্তুত করার জন্য কেন সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে উপর্যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, সেজন্য কারণ ব্যাখ্যা করতে নির্দেশ প্রদান করেন।

(৩) যমুনা বহুমুখী সেতুতে বিদ্যমান Toll Collection and Surveillance System অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে (Automatic Vehicle Classification System) উন্নীতকরণের জন্য Expression of Interest আহবান করা হয়েছে এবং ২/৪/০৫ তারিখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে Offer পাওয়া গেছে। মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং যোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে আর্থিক ও কারিগরী প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ৪: (১) যথাসময়ে Overlay এর কাজটি বিধি মোতাবেক সম্পন্ন করতে হবে।

(২) Approach road maintenance এবং Route Patrolling এর কাজটি করানোর জন্য যে সকল প্রকৌশলীগণ বিভাস্তির সৃষ্টি করেছেন তাদের বিরুদ্ধে কেন উপর্যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, সেজন্য তাদেরকে কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। এ ছাড়া এ কাজটি দ্রুত বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করার জন্য যবসেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৩) Toll Collection and Surveillance System অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে উন্নীতকরণ সংক্রান্ত কাজটি বিধি মোতাবেক দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য যবসেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আলোচ্যসূচি-২ : ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মুক্তারপুর সেতু) নির্মাণ কাজে নিয়োজিত চীনা ঠিকাদার China Road & Bridge Corporation (CRBC)-এর জন্য মুসীগঞ্জে অস্থায়ী ভিত্তিতে অফিস-কাম-বাসা ভাড়া অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মুক্তারপুর সেতু) নির্মাণ কাজে নিয়োজিত চীনা ঠিকাদার China Road & Bridge Corporation (CRBC)-র সাথে যবসেক এর ২৭-১২-০৮ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী CRBC এর জন্য প্রকল্প এলাকায় আবাসন নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন থাকায় তাদের জন্য (মোট ৪০ জন প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তা) অস্থায়ীভাবে গ্যারেজ/পার্কিং সুবিধাসহ ৮০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ১টি বাড়ী ভাড়া দেয়ার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, মুসীগঞ্জকে অনুরোধ করা হলে তিনি চাহিদা মোতাবেক ভাড়া দেয়ার মত কোন বাড়ী মুসীগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের নিকট নেই মর্মে জানান। এমতাবস্থায়, বাড়ী ভাড়া করার লক্ষ্যে যবসেক এর অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)-কে আহবায়ক করে ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট ১টি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বাড়ী ভাড়ার উদ্দেশ্যে পিডেলিউডি হতে বাড়ী ভাড়ার হার সংগ্রহ করে প্রকল্প এলাকায় ৩/৪টি বাড়ী পরিদর্শন করে দেখে যে, পিডেলিউডি'র নির্ধারিত হারের চেয়ে বর্তমান বাড়ী ভাড়ার হার অনেক বেশী। বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী কমিটি বাড়ী ভাড়ার লক্ষ্যে ৪,৫৬,০০০/- টাকার একটি প্রাকলিত প্রস্তুত করে। প্রাকলিত মূল্য ২,০০,০০০/- টাকার বেশী হওয়ায় PPR' 2003 অনুযায়ী বাড়ী ভাড়ার লক্ষ্যে উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি আহবান করা হয়। বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে ১টি মাত্র দরপত্র প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্ত দরপত্রটি যবসেক-এর দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি-২ এর ২৬/০২/২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থাপন করা হলে বাড়ীটি বিদেশীদের বসবাসের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক বাস্তবে বাড়ীর আকার-আকৃতি (অবকাঠামো) ইত্যাদি সঠিক আছে কিনা যাচাই করে দরপত্রটি গ্রহণের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি সুপারিশ করে। উল্লেখ্য, উক্ত দরপত্র কমিটির সভায় গণপূর্ত বিভাগের মুসীগঞ্জ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন এবং দরপত্র কমিটির সুপারিশকে সমর্থন করে দরপত্র কমিটির কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করেন। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালককে আহবায়ক করে ৪-সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

প্রবর্তীতে উক্ত ৪(চার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি বাড়ীটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে চীনা ঠিকাদারদের জন্য ব্যবহারযোগ্য বলে মতামত প্রদান করে। কমিটির মতে বাড়ীটি দোতালা যার আয়তন ৭০০০ বর্গফুট; প্রতিৰ্বগফুট ৮/- টাকা হিসাবে ৫৬,০০০/- টাকা এবং পার্কিং এলাকার আয়তন ৪০০০ বর্গফুট; প্রতিৰ্বগফুট ৩/- টাকা হিসাবে ১২,০০০/- টাকা অর্থাৎ মোট মাসিক ভাড়া ৬৮,০০০/- টাকা। তবে বাড়ী ভাড়া সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী সংস্থা প্রধান মাসিক ৩০,০০০/- টাকা অনুমোদন করতে পারেন। কিন্তু বাড়ীটির মাসিক ভাড়া ৬৮,০০০/- টাকা হওয়ায় গত ০৫/০৮/২০০৫ তারিখে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন চেয়ে পত্র দেয়া হলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় তা অনুমোদন করে। তবে বিষয়টি বোর্ড সভায় উপস্থাপন করে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন নেয়ার পরামর্শ দেয়।

এ বিষয়ে আলোচনাতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত : ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মুক্তারপুর সেতু) নির্মাণ প্রকল্পের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান CRBC-র জন্য প্রকল্প এলাকা মুসীগঞ্জে মাসিক ৬৮,০০০ (আটষষ্ঠি হাজার) টাকা হারে বাড়ী ভাড়ার বিষয়টি ভূতাপেক্ষ অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৩ : ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মুক্তারপুর সেতু) নির্মাণ প্রকল্পের China Road & Bridge Corporation (CRBC)-এর জন্য ৬টি গাড়ী ক্রয়।

৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মুক্তারপুর সেতু) নির্মাণ প্রকল্পের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান China Road & Bridge Corporation (CRBC)-এর জন্য ৬টি গাড়ী ক্রয়ের বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, China Road & Bridge Corporation এবং জেএমবিএ-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মুক্তারপুর সেতু) নির্মাণ

প্রকল্পে চাইনীজদের ব্যবহারের জন্য যবসেক কর্তৃক ২টি জীপ, ২টি মাইক্রোবাস ও ২টি পিকআপ দেয়ার উল্লেখ আছে। PPR'2003 এর ১৮(৩) ধারা অনুযায়ী সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে সরাসরি মালামাল সংগ্রহ করার বিধান রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জরুরীভিত্তিতে উল্লিখিত যানবাহনগুলো সংগ্রহ করার নিমিত্ত সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইভান্টিজ লিমিটেড হতে দরপত্র সংগ্রহ করা হয়। দরপত্রে ২টি জীপ রেজিস্ট্রেশনসহ মূল্য ৫৩,১৮,০০০/- (তেক্ষণ লক্ষ আঠার হাজার) টাকা, ০২টি মাইক্রোবাস রেজিস্ট্রেশনসহ মূল্য ৩৩,৫৭,০০০/- (তেক্রিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার) টাকা এবং ০২টি পিক-আপ রেজিস্ট্রেশনসহ মূল্য ৩২,৯৯,০০০/- (বেত্রিশ লক্ষ নিরানবই হাজার) টাকাসহ মোট ১,১৯,৭৪,০০০/- (এক কোটি উনিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে প্রকল্পের সংশোধিত পিপিতে ৬টি গাড়ী ক্রয়ের জন্য ১,৪২,০০০০০/- (এক কোটি বিয়ালিশ লক্ষ) টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ হতে এ বিষয়ে শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

সভায় এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্ত : PPR' 2003 এর ১৮(৩) ধারা অনুযায়ী সরকারী মালিকানাধীন প্রগতি ইভান্টিজ লিমিটেড হতে ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতু নির্মাণ প্রকল্পের জন্য চীনা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান China Road & Bridge Corporation (CRBC) এবং যবসেকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ২টি জীপ, ২টি মাইক্রোবাস ও ২টি পিকআপসহ মোট ৬টি যানবাহন ১,১৯,৭৪,০০০/- (এক কোটি উনিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকায় সরাসরি ক্রয়ের বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৪ : “ঢাকা-মুঙ্গিগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী) সেতু নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের জরুরী প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে যবসেক এর তহবিল থেকে ব্যয়কৃত অর্থের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, “ঢাকা-মুঙ্গিগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী) সেতু নির্মাণ” প্রকল্পের বিপরীতে চলতি অর্থ বৎসরে এডিপিতে স্থানীয় মুদ্রায় ১৫.০০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের জন্য JMBA এবং CRBC, China-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি ১০/০৩/০৫ তারিখে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটিতে অনুমোদিত হয়। উক্ত চুক্তিতে যবসেক কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, অফিস ও আবাসিক ভবন নির্মাণ, ওয়ার্কশপ নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, চারিপাশে নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, অফিস আসবাবপত্রসহ বেশ কিছু সুবিধা প্রদানের উল্লেখ রয়েছে। এর আলোকে পিপি সংশোধন করে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে, যা অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে স্থানীয় মুদ্রায় ৩৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্নের লক্ষ্যে যবসেক এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ পাওয়া সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল থেকে পুনর্ভরণের শর্তে মোট ২৯.০০ কোটি টাকা ব্যয় করার অনুমতি যোগাযোগ মন্ত্রণালয় প্রদান করেছে। তবে এ ব্যয়ের ঘটনাত্ত্বের অনুমোদনের জন্য যবসেক বোর্ডের নিকট বিষয়টি পেশ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্ত : ঢাকা-মুঙ্গিগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ চীন মৈত্রী) সেতু নির্মাণ” প্রকল্পের জরুরী ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ প্রাপ্তি ও সমন্বয় করার শর্তে যবসেক এর নিজস্ব তহবিল থেকে ২৯.০০ কোটি টাকা ব্যয়ের বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক ভূতাপেক্ষ অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৫ : ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মুজুরপুর সেতু) প্রকল্পের জরিপ অনুসন্ধান ও নকশা প্রনয়ন সংক্রান্ত
Contract of Investigation, Survey & Design for Dhaleswari River Highway Bridge Project এর **Additional Contract স্বাক্ষর ঘসঙ্গে।**

৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মুজুরপুর সেতু) প্রকল্পের জরিপ অনুসন্ধান ও নকশা প্রনয়ন সংক্রান্ত Contract of Investigation, Survey & Design for Dhaleswari River Highway Bridge Project এর Additional Contract স্বাক্ষরের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর জরিপ অনুসন্ধান ও নকশা প্রণয়নের লক্ষ্যে গনপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত চীনের Henan Provincial Communication, Planning, Survey & Design Institute এর সাথে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ক্রমে Contract of Investigation, Survey & Design for Dhaleswari River Highway Bridge Project in Bangladesh” শিরোনামে একটি চুক্তি এপ্রিল ১০, ২০০৩ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী Total Design Cost হিসাব করা হয়েছে ৯,৮৭০,০০০ RMB Yuan যা Construction Cost ১৪১.০০ মিলিয়ন RMB Yuan এর ৭%। Henan Provincial Communication, Planning, Survey & Design Institute এর সাথে স্বাক্ষরিত মূল চুক্তির অনুচ্ছেদ ৬.২.১ অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষরের এক মাসের মধ্যে চীনা পক্ষকে ৬,০০০,০০০ RMB Yuan পরিশোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩,৮৭০,০০০ RMB Yuan Additional Contract স্বাক্ষরের পর উক্ত চুক্তির Article III অনুযায়ী ১৯৯৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সরকার ও চীন সরকারের মধ্যে Economical & Technical Cooperation বিষয়ক স্বাক্ষরিত চুক্তির Fund থেকে পরিশোধ করা হবে। Additional Contract টি স্বাক্ষর করার বিষয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন চাওয়া হলে যবসেক বোর্ড সভার ভূতাপেক্ষ অনুমোদন সাপেক্ষে বিষয়টি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

এ বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ এবং চীনের Henan Provincial Communication, Planning, Survey & Design Institute এর মধ্যে স্বাক্ষরিত Additional contract of Design for Dhaleswari River Highway Bridge Project in Bangladesh বোর্ড সভায় ভূতাপেক্ষ অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৬ : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা' ১৯৮৯ এর সংশোধনী।

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রতি বছর চাকুরীর জন্য ১ মাসের স্তুলে ২ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ গ্রাচুইটি হিসেবে প্রদান এবং প্রত্যেক কর্মচারী কর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১২ হারে অর্ধ-বেতনে অর্জিত ছুটি পাওয়ার বিধান অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের প্রবিধানমালা সংশোধনের বিষয়টি যবসেক কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর নিম্নরূপ অবস্থা পেশ করা হয় :

২। ২(দুই) মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ গ্রাচুইটি হিসেবে প্রদানের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য প্রণীত চাকুরী প্রবিধানমালা ১৯৮৯ এর প্রবিধান ৫২(১) এর শর্ত অনুযায়ী ন্যূনপক্ষে ৩ (তিনি) বছর চাকুরী করার পর কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকুরী হতে অব্যাহতি দেয়া হলে বা চাকুরী হতে ইন্সফা দিলে প্রবিধানমালার ৫২(২) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক পূর্ণ বছর বা আংশিক বছরের ক্ষেত্রে একশত বিশটি কর্মদিবস বা তদুর্ধৰ সময়ের চাকুরীর জন্য এক মাসের সমপরিমাণ অর্থ আনুতোষিক হিসেবে প্রদানের বিধান রয়েছে। অথচ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ২৭.০৩.১৯৯০ তারিখের অম/অবি/স্বাশাপ্র/শা-১/৭১১/৮৯/৩৭(১০০) নং পরিপত্রে অন্যান্যের মধ্যে জাতীয় বেতনভুক্ত স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য প্রতি বছর চাকুরীর জন্য ১ মাসের স্তুলে ২ মাসের শেষ আহরিত মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ গ্র্যাচুইটি হিসেবে প্রদানের সরকারী সিদ্ধান্ত রয়েছে এবং সে অনুযায়ী যবসেকেও ২টি গ্র্যাচুইটি প্রদান করা হচ্ছে। ৮৪তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিষয়টি সরকারী নিয়ম-নীতির আলোকে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে।



৩। কার্যদিবসের ১/১২ হারে অর্ধ-বেতনে অর্জিত ছুটির বিধান প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সভায় জানানো হয় যে, সরকারী ছুটিবিধি অনুযায়ী প্রত্যেক কর্মচারী কর্তৃক দায়িত্ব পালনের অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১১ হারে পূর্ণ বেতনে এবং ১/১২ হারে অর্ধ-বেতনে অর্জিত ছুটি পাওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু এই কর্তৃপক্ষের প্রবিধানমালায় কার্যদিবসের ১/১১ হারে পূর্ণ বেতনে ও অর্ধ-বেতনে ছুটি অর্জনের কথা বলা আছে। বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা (বিসিআইসি) ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালায় ১/১১ হারে পূর্ণ বেতনে এবং ১/১২ হারে অর্ধ বেতনে ছুটির বিধান রয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ যবসেক এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরকারী বিধি অনুযায়ী গ্রাচুইটি প্রদান এবং কার্যদিবসের ১/১২ হারে অর্ধ বেতনে ছুটি অর্জনের বিষয়ে সরকারী বিধি-বিধান অনুসরণের পরামর্শ দেন।

আলোচনাত্তে এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্ত : (১) সরকারী বিধি অনুসরণে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তার চাকুরীর প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর বা আংশিক বৎসরের ক্ষেত্রে একশত বিশটি কার্যদিবস বা তদুর্ধ সময়ের চাকুরীর জন্য দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ গ্রাচাইটি হিসেবে প্রদানের বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(২) সরকারী বিধি অনুসরণে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক তার দায়িত্ব পালনের অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১২ হারে অর্ধ-বেতনে ছুটি অর্জনের বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

ଆଲୋଚନା-୭ : ଟାଇମ-କ୍ଲେଲ, ସିଲେକଶନ ପ୍ରେଡ ଇତ୍ୟାଦି ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ।

উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য “যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা’১৯৮৯’” শীর্ষক প্রবিধানমালার আলোকে কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরী সংক্রান্ত সকল প্রকার প্রশাসনিক এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়ে থাকে। প্রবিধানমালার ১১(৩) ধারায় বলা হয়েছে “সরকার ইহার কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সময় সময় যে নির্দেশাবলী জারী করে তদনুসারে অথরিটির কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণ করা যেতে পারে।” সে অনুযায়ী সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত সার্কুলার ও পরিপত্র মোতাবেক এ কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকেও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা তথা টাইম ক্লেল, সিলেকশন গ্রেড ইত্যাদি প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, কিছু স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা/কর্তৃপক্ষ যথা বিআরটিসি, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা (বিসিআইসি), বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশনে এ জাতীয় বেতন-ক্লেল প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা এবং সরকারী সার্কুলার ও পরিপত্রের আলোকে টাইম-ক্লেল, সিলেকশন গ্রেড ক্লেল ইত্যাদি প্রদান করা হচ্ছে। একইভাবে কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে টাইম-ক্লেল, সিলেকশন গ্রেড ইত্যাদি প্রদান যুক্তিযুক্ত বলে কর্তৃপক্ষ মনে করে।

এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্ত : সরকারী বিধি-বিধান অনুযায়ী যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে টাইম স্কেল ও সিলেকশন হেড প্রদান করা হবে।

আলোচনাসূচি-৮ : পদ্মা সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পর্যায় থেকে বিভিন্ন কারিগরী বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের খ্যাতিমান ও অভিজ্ঞ Panel of Experts (PoE) নিয়োগকরণ।

পদ্মা সেতুর বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পর্যায় থেকে বিভিন্ন কারিগরী বিষয়ে সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের খ্যাতিমান ও অভিজ্ঞ Pannel of Experts (PoE) নিয়োগের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যমুনা সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পর্যায় থেকে সেতুর নির্মাণ কাজ চলাকালীন দেশী-বিদেশী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন Pannel of

Experts (PoE) নিয়োজিত ছিল, যারা সম্ভাব্যতা সমীক্ষার বিভিন্ন Report এবং সড়ক, সেতু ও নদীশাসন অবকাঠামোর ডিজাইনের উপর মতামত ছাড়াও ঠিকাদার ও উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান নিয়োগের দরপত্র মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন কারিগরী বিষয়ে মতামত দিয়েছিলেন।

২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, JICA সমীক্ষা দল ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পদ্মা সেতুর বিস্তারিত সমীক্ষার Draft Final Report দাখিল করেছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত নক্সা প্রণয়নে পরামর্শক সংস্থাকে কারিগরী দিক নির্দেশনাসহ নক্সা পর্যালোচনা এবং সেতু বাস্তবায়নকালীন প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের খ্যাতিমান ও অভিজ্ঞ PoE নিয়োগ করা প্রয়োজন। সভায় নির্বাহী পরিচালক ইতিপূর্বে যমুনা সেতুতে নিয়োজিত দেশী বিশেষজ্ঞদের (PoE) নাম এবং প্রদানকৃত সম্মানীর বিষয়ে উল্লেখ করেন। সভায় আলোচনাকালে PoE নিয়োগের Criteria এবং জীবন বৃত্তান্তসহ একটি তালিকা প্রণয়ন করে তা পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের জন্য মত প্রকাশ করা হয়।

এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্ত : পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে বিস্তারিত নক্সা প্রণয়নে পরামর্শক সংস্থাকে কারিগরী দিক নির্দেশনাসহ পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ চলাকালীন দেশীয় Pannel of Experts (PoE) নিয়োগের Criteria এবং জীবন বৃত্তান্তসহ PoE এর তালিকা প্রণয়ন করে তা পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৯ : কর্তৃপক্ষের TO&E বহির্ভুত ২৩টি যানবাহনের মধ্যে ১৩টি বিআরটিসি এবং ১০টি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর-কে হস্তান্তরের ভূতপোক্ষ অনুমোদন।

উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের TO&E বহির্ভুত ২৩ টি যানবাহন কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে ফেরত দেয়ার জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে প্রে দেয়া হলে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১১টি যানবাহন বিআরটিসি-কে হস্তান্তর করা হয়েছে। পরবর্তীতে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় TO&E বহির্ভুত অবশিষ্ট ১১টি যানবাহনের মধ্যে TO&E তে প্রাধিকার সাপেক্ষে ১০টি যানবাহন সওজ অধিদপ্তর-কে এবং ২টি যানবাহন বিআরটিসি-কে হস্তান্তরের জন্য সিদ্ধান্ত দেয়া। তবে মন্ত্রণালয় TO&E বহির্ভুত উক্ত ২৩টি যানবাহন বিআরটিসি এবং সওজকে হস্তান্তরের বিষয়ে যবসেকের বোর্ড সভার ভূতপোক্ষ অনুমোদন নেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ সরকারী বিধি অনুযায়ী ২৩টি যানবাহন হস্তান্তরের বিষয়ে মত ব্যক্ত করেন।

এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্ত : সরকারী বিধি মোতাবেক যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিআরটিসিকে হস্তান্তরকৃত ১১টি যানবাহনসহ মোট ২৩টি যানবাহন হস্তান্তরের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-১০ : রীট মামলা পরিচালনার জন্য সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এন্ড এসোসিয়েটসকে ফি বাবদ ১,৮৭,০০০/- টাকা পরিশোধের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক এ কর্তৃপক্ষে বিধিবিহীনভাবে নিয়োগকৃত ৬০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগাদেশ বাতিল করা হলে তাদের মধ্যে ২২ জন যবসেক-এর বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি Writ Petition (Writ Petition No 2363 of 2002) দায়ের করে। মামলাটি পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইতিপূর্বে নিয়োজিত আইন উপদেষ্টা সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এন্ড এসোসিয়েটসকে



অনুরোধ করা হয়। কিন্তু Writ Petition বা অনুরূপ কোন মামলা পরিচালনার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন ফি'র হার নির্ধারিত নেই।

এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, পরিবর্তীতে যবসেক কর্তৃক নিয়োগকৃত আইন উপদেষ্টা সাদাত সারওয়াত এন্ড এসোসিয়েটস কর্তৃক মামলার পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য রীট মামলাটি তাদের নিকট হস্তান্তরের জন্য সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এন্ড এসোসিয়েটসকে অনুরোধ করা হয়। যবসেকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সময় পর্যন্ত সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এন্ড এসোসিয়েটস কর্তৃক মামলাটি পরিচালনা বাবদ ১,৮৭,০০০/- টাকার একটি বিল দাখিল করে। বিলটি পরিশোধের জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন চাওয়া হলে মন্ত্রণালয় বিলটি বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত দেয়।

সভায় জানানো হয় যে, যোগাযোগ মন্ত্রী মহোদয় দেশের বাহিরে অবস্থানকালীন মামলার পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এন্ড এসোসিয়েটসের নিকট হতে মামলাটি যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের আইন উপদেষ্টার নিকট হস্তান্তরের অনুরোধ করা হয়েছিল। সভায় রীট মামলাটি পরিচালনার দায়িত্ব পুনরায় সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এন্ড এসোসিয়েটকে প্রদানের বিষয়ে একমত প্রকাশ করা হয়।

এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্ত : (ক) যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষে বিধিবিহীনভাবে নিয়োগকৃত ৬০ কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়োগাদেশ বাতিল সংক্রান্ত রীট মামলা পরিচালনার দায়িত্ব পুনরায় সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এন্ড এসোসিয়েটকে প্রদান করতে হবে।

(খ) সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এন্ড এসোসিয়েটস কর্তৃক দাখিলকৃত ১,৮৭,০০০/- টাকার বিলের বিস্তারিত Break-up সহ পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-১১ : সেতু ভবনে পুলিশ ব্যারাক স্থাপন।

সেতু ভবনে পুলিশ ব্যারাক স্থাপনের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যমুনা সেতুর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পরিচালিত হলেও বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে। যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষের স্বাভাবিক রূটিন কর্মকাণ্ড ছাড়াও বর্তমানে ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মুক্তারপুর সেতু) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে এবং পদ্মা সেতু প্রকল্পের প্রাথমিক কাজও অত্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মুক্তারপুর সেতুর টেক্ডার সিডিউল বিক্রির সূচনালগ্নে কতিপয় দুর্কৃতিকারী আঘাত টেক্ডার দাতাদেরকে দরপত্র সিডিউল ক্রয়ে বাধা প্রদান করে এবং দৃঢ়কৃতিকারীরা যবসেক এর জনৈক কর্মচারীকে (ক্যাশিয়ার) সিডিউল টেক্ডার তাদের অনুমতি ছাড়া কাহারো নিকট বিক্রয় করলে তাকে থাণে মেরে ফেলা হবে বলে হৃষকি প্রদান করে। এ প্রেক্ষিতে পুলিশের বিশেষ বাহিনীর সহায়তায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এনে টেক্ডার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় 'সেতু ভবন' রাজধানীর একটি প্রধান সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত হলেও নিরাপত্তার দৃষ্টিকোন থেকে এটি একটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এলাকায় অবস্থিত। এর আশে-পাশে আর কোন সরকারী-বেসেরকারী অফিস/প্রতিষ্ঠান নেই। তাই নির্বাহী পরিচালক ভবনের সার্বিক নিরাপত্তা ও সরকারী মালামালের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার স্বার্থে ভবন প্রাঙ্গনে একটি স্থায়ী পুলিশ ব্যারাক স্থাপনের প্রস্তাৱ করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভায় উপস্থিতি প্রতিনিধিগণ দিনের বেলায় সশস্ত্র আনসার এবং রাতের বেলা নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষীর মাধ্যমে সেতু ভবনে নিরাপত্তা রক্ষার বিষয়ে মত ব্যক্ত করেন।

এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :



সিদ্ধান্ত : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় সেতু ভবনের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৬(ছয়) জন সশস্ত্র আনসার নিয়োগ করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যবসেক এর রাজস্ব তহবিল হতে বহন করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-১২ : যবসেক সাংগঠনিক কাঠামোর অতিরিক্ত ৬(ছয়) জন বেসরকারী নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ।

উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের জনবল কাঠামোতে ০৬(ছয়)টি নিরাপত্তারক্ষী পদের সংস্থান আছে। এর মধ্যে ০২ জন নিরাপত্তারক্ষী ইন্টেকাল করায় মাত্র ০৪ জন নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে কোন রকমে নিরাপত্তার কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গত ২২/১২/০২ তারিখ দিবাগত রাত্রে সেতু ভবনে এক ডাকাতি সংঘটিত হওয়ায় ০৩ জন নিরাপত্তারক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ গ্রেফতার করায় তাদেরকে চাকুরী থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। এমতাবস্থায়, বেসরকারী নিরাপত্তারক্ষী (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আনসার) নিয়োগের বিষয়ে ‘জয় সিকিউরিটি সার্ভিসেস (প্রা:) লি:’ এর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং ৮৩তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্তৃপক্ষের জনবল কাঠামোর আওতায় ১ জন নিরাপত্তারক্ষীসহ বেসরকারী ৫ জন নিরাপত্তারক্ষীর সেবা গ্রহণ করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় সেতু ভবনে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থার লোকজনের সমাগম বেড়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে। ফলে শিফটি-এ দায়িত্ব পালনরত ২ জন নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে এত বড় ভবনের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এ জন্য নির্বাহী পরিচালক অফিস চলাকালীন ভবনের প্রতি তলার প্রধান ফটকে ১ জন করে ৩ তলার জন্য ৩ জন, মূল গেইটে ২ জন এবং বেসমেন্টের প্রবেশ পথে ১ জন সহ মোট ৬ জন অতিরিক্ত বেসরকারী নিরাপত্তারক্ষীর প্রয়োজন বলে সভায় জানান।

এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ইতোমধ্যে নিয়োজিত বেসরকারী নিরাপত্তারক্ষী দ্বারা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-১৩ : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ২০০৩-২০০৪ আর্থিক সালের জন্য বহিঃ অডিট ফার্ম নিয়োগ।

উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৯৮ সংশোধিত)-এর ১৮(২) নং উপ-ধারা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের প্রতি আর্থিক বছরের হিসাব ২টি চ্যাটার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা এবং উপ-ধারা ১৮(৪) অনুযায়ী আর্থিক বছর সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী ৬(ছয়) মাসের মধ্যে হিসাব নিরীক্ষার কাজ সমাপ্ত করার বিধান রাখা হয়েছে। বিগত ৫০তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ICAB তালিকাভূক্ত বহি: অডিট ফার্মদের মধ্য হতে প্রতি এক বছর পর নিয়োজিত দু'টি ফার্মের মধ্যে একটি পরিবর্তন করতে হয় এবং উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছর থেকে কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষিত হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, কর্তৃপক্ষের ৭৭তম বোর্ড সভায় ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য হাওলাদার ইউনিস এন্ড কোম্পানী ও রহমান রহমান হক-কে এবং ২০০২-২০০৩ আর্থিক বছরের জন্য রহমান রহমান হক ও হৃদাভাসী চৌধুরী এন্ড কোম্পানীকে বছরে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হারে নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে ২০০১-২০০২ আর্থিক সালের অডিট প্রতিবেদন পাওয়া গেছে এবং ২০০২-২০০৩ আর্থিক সালের অডিট কাজে নিয়োগ দেয়া হলে রহমান রহমান হক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ফিতে হিসাব নিরীক্ষা করতে অস্থীকৃত জানিয়েছে। তারা অডিট ফি বাবদ ৭৫,০০০/- (পচাত্তার হাজার) টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে। এ প্রেক্ষিতে নির্বাহী

পরিচালক ২০০২-২০০৩ ও ২০০৩-২০০৪ সালের হিসাব নিরীক্ষার জন্য হৃদাবাসী চৌধুরী এন্ড কোম্পানীকে অপরিবর্তিত রেখে তালিকাভূক্ত অডিট ফার্মসমূহের মধ্য হতে আরো একটি ফার্ম নিয়োগের প্রস্তাব করেন।

এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্ত : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ২০০২-২০০৩ এবং ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য হৃদাবাসী চৌধুরী এন্ড কোম্পানী এবং এস. এফ. আহমেদ এন্ড কোম্পানীকে বছরে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হারে নিয়োগ দিতে হবে। তবে এস.এফ. আহমেদ এন্ড কোম্পানী উক্ত ফিতে রাজী না হলে তার পরিবর্তে আলম চৌধুরী এন্ড কোম্পানীকে একই হারে নিয়োগ দেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি ১৪ : দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণের Incentive প্রদান প্রসঙ্গে।

দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণের Incentive প্রদানের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের আওতায় বিভিন্ন কাজের জন্য প্রায়ই দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন করতে হয়। উক্ত কাজে যবসেক এর কর্মকর্তা ছাড়াও বাহিরের দপ্তর থেকে PPR-2003 অনুযায়ী ২ (দুই) জন করে সদস্য দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন একটি কঠিন কাজ এবং তা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে সময়েরও প্রয়োজন হয় অনেক বেশী। এ ব্যাপারে PPR-2003 এর নির্দেশনা নিম্নরূপ :

"The Regulation 2003 has mandated the appointment of two evaluation members from outside the Procuring Entity within the evaluation committee. Having regard to expediency, these procedures foresee that an incentive payment (in the form of a fixed lump sum) may be provided to members of the Evaluation Committee for high value contracts where the approving authority is the Head of a Procuring Entity or above, should the circumstances require so and financial provisions are available. In order to ensure smooth operation of the TEC it is therefore necessary to earmark the costs related to evaluation committee members in existing and future PP/TAPP, should such incentive payments be foreseen. In case of procurement funded from the Revenue Budget, the budgetary provision for such costs need to be foreseen by the Secretary of the relevant Ministry/Department/Procuring Entity".

এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, কমিটির সদস্যগণ এ কাজটি তাদের নিয়মিত দাপ্তরিক কাজের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে করে থাকেন। এ ছাড়া বাহিরের দপ্তরের যে দু'জন সদস্য আছেন তারা তাদের দাপ্তরিক কাজের ব্যস্ততার পরেও কমিটির সভায় উপস্থিত থাকেন। অনেক সময়ে মূল্যায়ন কমিটির সভা অফিস সময়ের পরেও অধিক সময় পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হয়। বর্তমানে কর্তৃপক্ষে মুক্তাবপুর সেতু এবং যমুনা সেতুর বিভিন্ন কাজের উপর বেশ কিছু দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে। আগামীতে আরো দরপত্র মূল্যায়ন করতে হবে। দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদেরকে তাদের অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য Incentive দেয়া হলে মূল্যায়ন কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং সেক্ষেত্রে মূল্যায়ন প্রতিবেদনও বস্তুনির্ণয় ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। বর্তমানে যবসেক এ টেক্নোলজি কাজের পরিমাণ ও ধরণের উপর ভিত্তি করে মোট দু'টি দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে যথা : TEC-1 এবং TEC-2। TEC-1 কর্তৃক পাঁচ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে এবং TEC-2 কর্তৃক পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রাকলিত মূল্যের টেক্নোলজি মূল্যায়ন করা হয়। এ ছাড়া যবসেক এ একটি Proposal Evaluation Committee (PEC) ও একটি PEC Sub-Committee গঠন করা আছে। এ কমিটিগুলোতে বাহিরাগত সদস্য রয়েছে।

নির্বাহী পরিচালক PPR' 2003 অনুযায়ী উক্ত কমিটিগুলোর সদস্যগণের Incentive প্রদানের প্রস্তাব করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভায় উপস্থিতি প্রতিনিধিগণ PPR' 2003 অনুযায়ী শুধুমাত্র দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি অর্থাৎ TEC এর সদস্যগণের Incentive প্রদানের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ :

সিদ্ধান্ত : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি-১ এর সকল সদস্যগণকে মূল্যায়ন কমিটির প্রতি সভায় উপস্থিত থাকার জন্য প্রত্যেককে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি-২ সদস্যগণকে প্রতি সভায় উপস্থিত থাকার জন্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে Incentive হিসেবে প্রদান করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত অঙ্গীকৃত কার্যকর হবে।

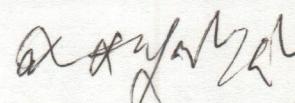
আলোচ্যসূচি-১৫ : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ এর ১৩(৪) ধারা মোতাবেক কম্পিউটার অপারেটর জনাব মো: মহিউদ্দিনকে ২(দুই)টি বিশেষ বেতন বর্ধন মঞ্জুর।

উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যবসেক-এর সৃষ্টি লগ্ন থেকে অর্থ ও হিসাব বিভাগ কর্তৃক কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বিল ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে তৈরী হয়ে আসছিল। পরবর্তীতে Computer এর সাহায্যে হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ পদ্ধতি চালু হওয়ায় নির্ভুল ও অতি অল্প সময়ে কর্তৃপক্ষের বেতন-ভাতা তৈরীর বিষয়টি বিবেচনায় এনে কর্তৃপক্ষ Pay Roll Accounting Software প্রণয়নের জন্য IT Village নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিয়োগ দেয়া হলে উক্ত প্রতিষ্ঠান কিছুদিন কাজ করে আর কাজ না করায় বিষয়টি স্থগিত হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে অর্থ ও হিসাব বিভাগের অনুরোধে কর্তৃপক্ষের কম্পিউটার অপারেটর জনাব মো: মহিউদ্দিন কর্তৃপক্ষের ব্যবহারোপযোগী একটি Payroll Accouting Software প্রণয়ন করে। আগস্ট/২০০৩ মাস থেকে কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতাদির বিল এবং এতদসংক্রান্ত সকল হিসাব-নিকাশ এ Software-টি ব্যবহার করে তৈরী করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, IT Village এর ব্যর্থতায় অন্যকোন প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে Software-টি তৈরী করা হলে আরো বেশী টাকা ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া Softwareটির Maintenance Cost বাবদ মাসিক ১০,০০০/- থেকে ১৫,০০০/- টাকা খরচ হতো। কিন্তু জনাব মহিউদ্দিন অতি কর্তৃপক্ষে কর্মরত থাকায় Maintenance Cost বাবদ তাঁকে কোন অর্থ পরিশোধ করার প্রয়োজন হচ্ছে না এবং ভবিষ্যতেও হবে না। এতে কর্তৃপক্ষের বছরে প্রায় লক্ষাধিক টাকার সাশ্রয় হচ্ছে। এমতাবস্থায় নির্বাহী পরিচালক যবসেক কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ এর ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী প্রশংসনীয় বা অসাধারণ কর্মের জন্য কম্পিউটার অপারেটর জনাব মহিউদ্দিন-কে একসঙ্গে অনধিক দু'টি বিশেষ বেতন বর্ধন মঞ্জুরের প্রস্তাব করলে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

সিদ্ধান্ত : যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কম্পিউটার অপারেটর, জনাব মহিউদ্দিন-কে তার প্রশংসনীয় ও অসাধারণ কাজের জন্য যবসেক চাকুরী প্রবিধানমায় উল্লেখিত ধারা মোতাবেক তাঁকে একসঙ্গে ২(দুই)টি বিশেষ বেতন বর্ধন মঞ্জুরের প্রস্তাবটি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

পরিশেষে মাননীয় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(ব্যারিস্টার নাজুল হুদা)
মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

ও
চেয়ারম্যান
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ

১৯ মে, ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের
৮৫তম বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবুন্দের নাম।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	ফোন/ মোবাইল	স্বাক্ষর
১।	শেঃ কাহিনুজ ইসলাম	সচিব যোগাযোগ প্রশাসন		ছবি
২।	শুইমুন আকতুর রহিমচৌধুর	চেম্পাণ্ডি চট্টগ্ৰাম চুম্বিয়াকুমুর	৯১৫৪৫০১ ১০/৮	
৩।	বস. ৩৩৩, সুন্দরোলী সদুব্দু	চান্দোলা পুলিশ		৩ ১০/৮
৪।	বেগম কুমুদ দেবী অস্ট: পাটী	প্রকৃতি প্রকৃতি	৯২২১-২২	৩ ১০/৮
৫।	বিনু কুমুদ পটুন্ডু মুস্তা	অর্জুন মুখ্য মিসন	৮১১১৭১	বি বৰাবৰ
৬।	বিসেডিপি, কেন্দ্ৰোল মেডিক্যুল্ৰ ইন্সিন	বৈদিকদেৱ যোগবৰ্তী (বি কিংম এণ্ড পি)	৬৭৫২২৫৫	বি বৰাবৰ
৭।	জিন্দ আকতুর পিলার, পাটীগাঁও পাটী	মোহ গুৰুনন্দ	৯১৫৭৪৭	বি বৰাবৰ
৮।	মোদেবুল ইসলাম কে: দেলাল মুস্তা সুলতান (বেতুত)	অগ্ৰীন, পুঁৰুষ ও সংস্কৃত কলেজ	৯১৫৮৪৭৯	৩ ১০/৮
৯।	জোধ আকতুর রহীম মুস্তাফাইয়েল্লাম/মাসুদুল	জ্ঞাননী ও অন্তর্ব প্রযোগ বিভাগ	৭১৫৫১১৪	বি বৰাবৰ
১০।	জোহাম্মদ আবেদুল মাজিদ মুস্তা-মাচিব (ডেল্লা)	মুক্তিজাগ	৯১৬৪৮৬৪	৩ ১০/৮
১১।	শেঃ কুমুদ আকতুর রহীম পাটী পুলিশ(জে)	৮১২-৮৪-	২৮৪৫৫৪	বি বৰাবৰ

১৯ মে, ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের
৮৫তম বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দের নাম।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	ফোন/ মোবাইল	স্বাক্ষর
১.	প্রিয়েম, শ্রীমতী মুকুট ৰাম (প্রম)	JMBA	৯৮৪৯৯৩০	গুৱামুক্তি
২.	(শ্রী: অমৃতচূল্ম কুমার পুরুষ প্রকাশ প্রকাশনা)	ব্যবস্থা বৰ্ষ	৯৮৪৮৯৬৭	চৰকাৰ ৭৭৫৫০৫
৩.	(শ্রী: মনোজ পুরুষ পৰিচয়: প্রাপ্তি)	২৪৩১৭৬	২৬-১৭৪৪	১০০৪০৬
৪	শ্রী: হেমন্ত পুরুষ প্রাপ্তি: প্রাপ্তি	২৪৩১৭৬		
৫	(শ্রী: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি)	২৪৩১৭৬	২৬৪৬৭৮	
৬।	(শ্রী: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি)	২৪৩১৭৬	২৬১১৭০০	১০০২৬
৭।	(শ্রী: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি)	২৪৩১৭৬	২৬৪৬৪৪	১০০২৫
৮।	(শ্রী: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি)	২৪৩১৭৬	২৬২২২১	১০০২৫
৯।	(শ্রী: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি)	২৪৩১৭৬	২৬৪৮৫২	১০০২৫
১০	(শ্রী: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি)	২৪৩১৭৬	২৬৫৯২০৫	১০০২৫
১১	(শ্রী: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি)	২৪৩১৭৬	২৬৫২১৭০	১০০২৫
১২	(শ্রী: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি)	২৪৩১৭৬	-	শাহী
১৩	(শ্রী: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি)	২৪৩১৭৬	-	শাহী
১৪	(শ্রী: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি)	২৪৩১৭৬	২৬২২১৭০	১০০২৫
১৫	(শ্রী: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি)	২৪৩১৭৬	২৬৬৪৬৬	১০০২৫
১৬।	(শ্রী: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি: পুরুষ কুমার প্রাপ্তি)	২৪৩১৭৬	২৬৬৪৬৬	১০০২৫